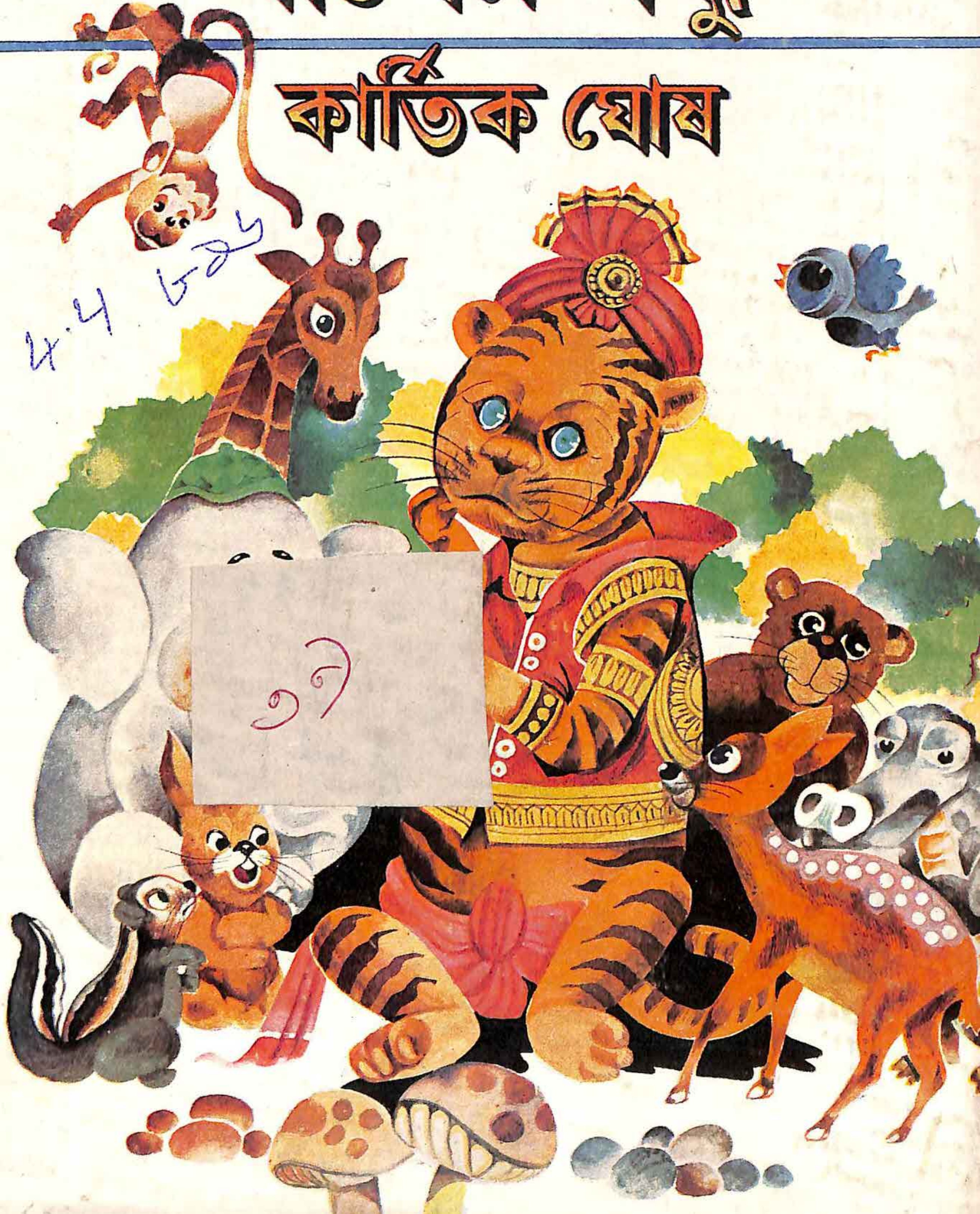
বাঘের বন্ধু

কার্তিক ঘোষ







বাঘের বন্ধু

কার্তিক ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

প্রকাশনা []
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটারজি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশনা []
মহালয়া ১৩৯০
দ্বিতীয় মুদ্রণ []
অক্টোবর ১৯৮৮
আশ্বিন ১৩৯৫
তৃতীয় মুদ্রণ []
ডিসেম্বর, ১৯৮৯
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬



মুদ্রণ []
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

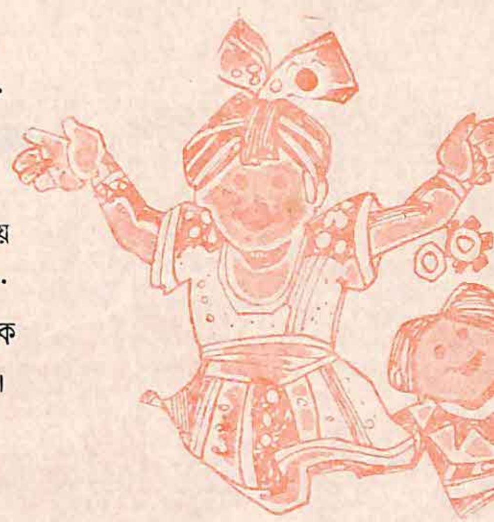


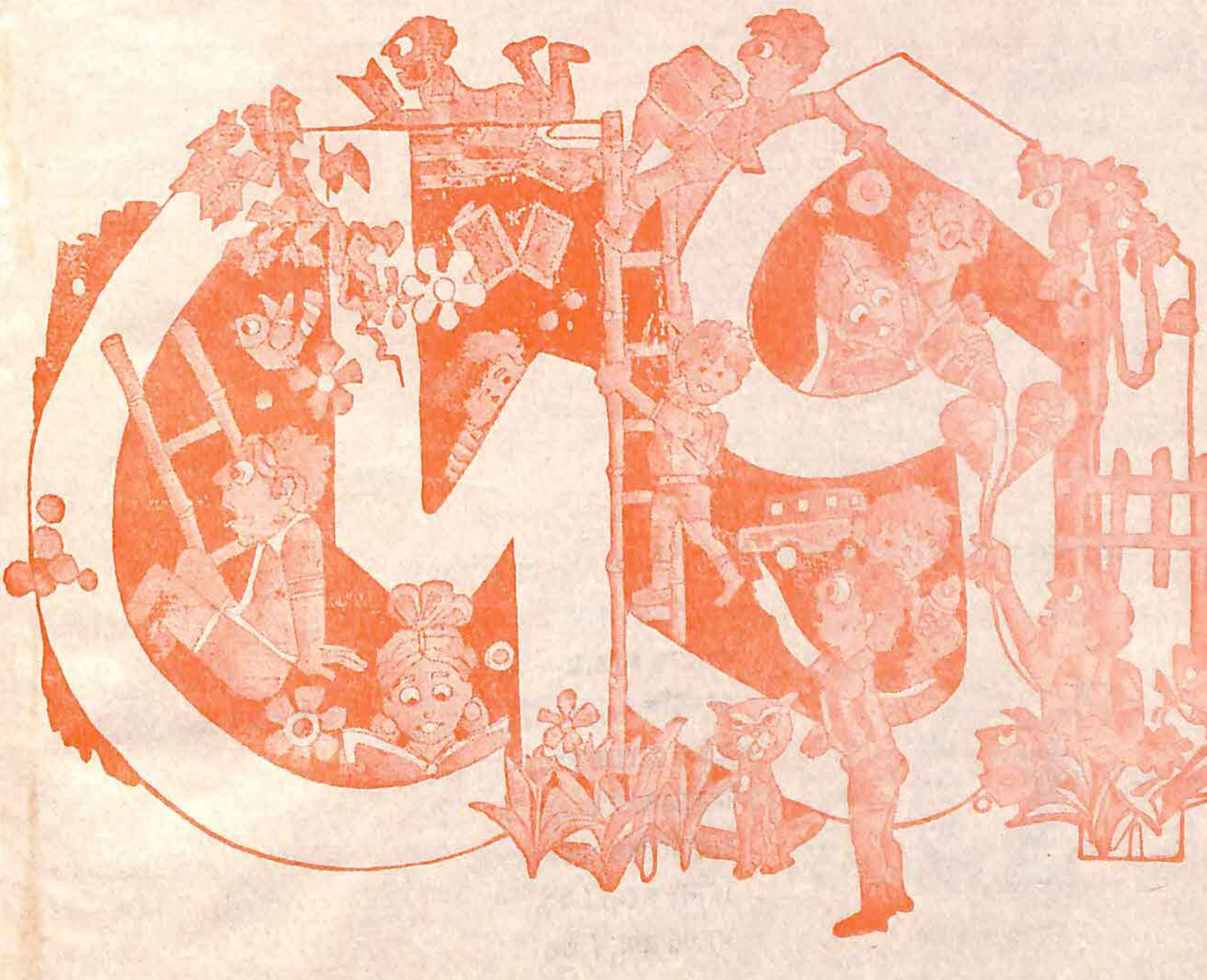
অলংকরণ []
শ্রীধীরেন শাসমল

দাম ঃ কাগজে বাঁধাই [] ছয় টাকা
~~বোর্ড বাঁধাই [] আট টাকা~~



বাবুই, মমি, মুননা, মলি
মিঠির বন্ধু রুমা···
বাগান বাড়ির পিকু এবং
সুমার দিদি ঝুমা।
তাদের সবার মিষ্টি মুঠোয়
বইটি দিলুম তুলে···
বাপ্পা শুধুই ছবি দেখুক
কান্নাটা যাক ভুলে॥

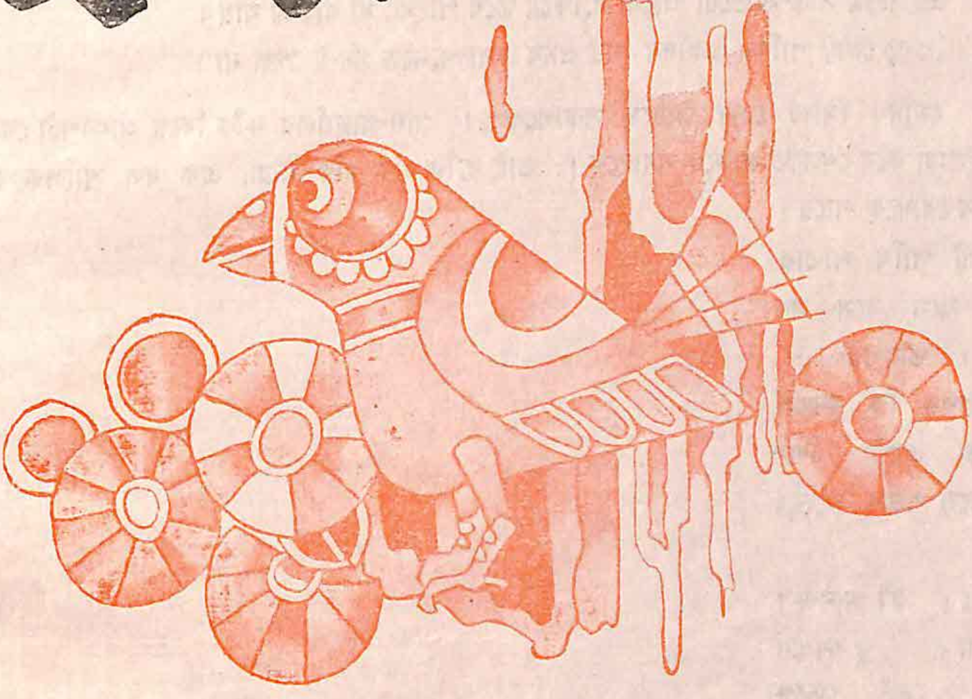






পাতায় পাতায়

ফুলটুসি



ছোট্ট একটা এইটুকুনি পাখি। কিন্তু কী মিষ্টি মিষ্টি পুঁতি পিটপিটে চোখ দুটো।

যে-ই দেখে সে-ই বলে আহারে……

বাহারে……

ঝড়ে জলে বেরোসনি

নদী-নালা পেরোসনি…

হারিয়ে গেলেই হল

যাসনিরে পাহাড়ে…

কিন্তু বললেই আর কে শোনে। ছোট্ট টুকটুকে ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসে, ফিনফিনে পালকের ছোট্ট দুখানা ডানা উসখুস করে ওঠে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ার জন্যে।

পাখির মা ফড়িং-টড়িং, খাবার-দাবার খুঁজতে যাবার সময় পই পই করে বলে যায়··· পাতার বাসা, সবাই বলে আহা কী খাসা। তাই বলি, বাসা ছেড়ে একলা কোথাও যাসনি, বাইরে টাইরে খুঁটে খাঁটে খাসনি। বাসার পাখি বাসায় থাকিস। ইচ্ছে হলে শিস দিবি, ঘুরবি-ফিরবি, খেলতে মন গেলে চড়ুইদের ছেলে কিচমিচকে খেলতে ডাকিস।

এই রকম সাত-সতেরো আরো বুঝিয়ে তবে পাখির মা বাইরে যায়।

কিন্তু ছোট্ট পাখির একদিন আর ওসব কথা শুনতে মন-ই গেল না।

সেদিন মিষ্টি রোদ উঠেছে সকালবেলা। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে আকাশটা যেন নীল চোখে ইসারা করে খেলতে ডাকছে সবাইকে! তাই বুঝি এক ঝাঁক টিয়া, এক দল শালিক বেরিয়ে পড়ল যে-যেদিকে পারে।

ছোট্ট পাখি পাতার বাসায় বসে বসে সব দেখলে। তারপর······

তারপর কি করলে, খুশিতে একটা শিস দিয়ে উড়ে পড়ল ফুড়ুৎ করে।

আঃ! কী আনন্দ! হাওয়ার তুফানে রোদের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উড়ে যেতে কি আরাম।



কি মজা!

উড়তে উড়তে এসে বসল একটা কুল গাছে।

কিন্তু বসল বললেই ত আর বসা যায় না কোথাও। একটা কাঠ পিঁপড়ের বাসা ছিল সেখানে। আর সেই মাত্তর পিঁপড়েটা তার পিঁপড়েনিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুবে বলে সাজগোজ করছিল।

এমন সময় বাসার সামনে কোথাকার কে এক পুঁচকে পাখি এসে হাজির হল দেখে

তার মেজাজটাই গেল বিগড়ে। হুল বাগিয়ে তেড়ে এসে বললে, কি হে···এখানে কি চাই তোমার?

ছোট্ট পাখি মুচকি একটু হেসে শিস দিয়ে বললে, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

কিন্তু তা বললে আর শুনবে কেন পিঁপড়ে। একে কাঠ-পিঁপড়ে, তার ওপর মাথায় ত আর ঘি নেই তার। শুধু কাঠ আর কাঠ। তাই সে বললে, মস্করা রাখো। বলো তোমার



নাম কি? বাড়ি কোথায়, কোন গাছে পোস্টাপিস? কোন গাছে থানা? তারপর বলো তোমার কখানা পালকের ডানা?

ছোট্ট পাখি অত-শত বুঝলে না। শুধু ব্যাপারটা গোলমেলে আন্দাজ করেই উড়ে পড়ল কুল গাছ থেকে। উড়তে উড়তে ঝুপ করে নেমে পড়ল একটা ফুল বাগানের বেড়ার ওপর।

ফুলেদের কুঁড়িরা তখন সেই সবেমাত্তর একটু-আধটু পাপড়ি খুলে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে চাইবে চাইবে করছে……এমন সময় শিস দিয়ে গান গেয়ে উঠল পাখিটা।

অমনি সবাই পাপড়ি মেলে জেগে উঠল খুশিতে

একটা সোনালী ফুল বললে, আহা! কি মিষ্টি পাখি তুমি! কী মিষ্টি গলা তোমার।

একটা রুপোলী লতা বললে, কী নাম তোমার ভাই?

অমনি সবুজ পাতারা খুশিতে হাততালি দিয়ে বললে,

তাই তাই তাই……
নীল আকাশে যাই……
ছোট্ট পাখির এখন শুধু নামটি জানা চাই……

কিন্তু নাম? কোথায় এখন নাম পাবে ছোট্ট পাখি? মা যে ওর নামই রাখেনি এখনো। দুঃখে আর অভিমানে গান থেমে গেল পাখির। রাগ হল মায়ের ওপর। পুঁতি পিটপিট চোখ দুটোয় কান্নার ফোঁটা চিক চিক করে উঠল এক সময়।

ফুলেরা বললে, কি হল?

পাতারা বললে, এমা! নাম জান না তুমি?

কিন্তু কোথায় ছিল একটা প্রজাপতি, খুকু তাকে ধরবে বলে তাড়া করে করে ফুলবাগানের বেড়ার ধারে এসেই আবার বাড়ির দিকে ছুটল পাঁই পাঁই করে। খানিক বাদেই ফিরে এল তার ছোটদিকে নিয়ে।

ছোটদি পাখিটাকে দেখেই বললে, ওমা! তুই ত ঠিকই বলেছিস। এই ত সেই ফুলটুসি পাখি। আহারে! কি মিষ্টি দ্যাখ!

তখন কি আর খুকুর মন আছে সেইদিকে। ফুলটুসিকে ধরবে বলে সে তখন পা টিপে টিপে বেড়ার ধারে এগিয়ে যাচ্ছে চুপি চুপি। কিন্তু ছোট্ট পাখি সে-ই কি আর চুপটি করে বসে থাকে তখন? খুকুর মুখে সে তার মিষ্টি নামটা শুনেই খুশিতে উড়ে পড়ল ফুড়ুৎ করে।

আহারে! কতোক্ষণ মাকে দেখতে পায়নি সে!

মায়ের জন্যে তার মন কেমন করে না বুঝি?

বুড়ো লোকটা



টুকটুকি বলে একটা মেয়ে।

হল্‌দ রঙের সোয়েটার গায়ে দরজা খ্‌লে সক্‌কাল বেলা যেই বাগানে বেরিয়েছে অমনি দ্যাখে একটা···ব্‌ড়ো মাথায় পাগড়ি, কাঁধে ঝোলা ···আর হাতে একটা বাঁকা লাঠি নিয়ে ঘাসের ডগা থেকে রোদের কুঁড়িগ্‌লো খ্‌টে খ্‌টে তুলছে।

টুকটুকি তো হাঁ।

একবার ভাবলে বাপিকে ডাকবে! একবার মনে করলে ছ্‌টে গিয়ে মাকে খবর দিয়ে ছোটকাকুকে থানায় খবর দিতে বলবে। তারপর প্‌লিশ আসবে। রোদ কুড়ানো ব্‌ড়োটাকে আচ্ছা করে বেঁধে নিয়ে যাবে! কিন্তু না, টুকটুকি আর তা পারলে না।

পারবেই বা কি করে বলো ?

কোথ্‌থাও কিছ্‌ নেই হঠাৎ ব্‌ড়োটা কি করলে···ফিক ফিক করে একটু হেসে খপ করে টুকটুকির একটা হাত ধরে ফেললে। তারপর বললে, ভাগ্যিস তুমি সক্‌কাল করে উঠেছো···না হলে কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো ? তা যাক্‌গে···তুমি যেন ভেব না আমি খ্‌ব হিংস্‌টে। তবে হ্যাঁ, বলতে পার কিপটে আমি একটু ! এই দ্যাখনা, স্‌য্যিমামার এমন কাণ্ড যত রাজ্যের রোদ ছড়িয়ে

দিয়েছে তোমাদের বাগানে ঘাসের ওপর···ফুলে ফলে ! কিন্তু তা হলে কী হয় ? রোদের বাজার এখন চড়া ! কতো লোক এই শীতে একটু রোদ—একটু রোদ দাও করে কান্নাকাটি করছে ! মামার সেদিকে আর খেয়াল নেই···



কথার মধ্যেই টুকটুকি হঠাৎ বললে, তাই বুঝি তুমি এমন করে রোদ কুড়োচ্ছ ঘুরে ঘুরে ?

বুড়ো একটু হাসল আবার। তারপর টুকটুকির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, না—গল্প পেলে আমার কাজে আবার লাল কালির দাগ পড়ে যায়, তারচে এখন যাই··· পরে আবার দেখা হবে একদিন। আমার জন্যে ধোপাদের সেই গাধাটা আর ইস্টিশনের ধারে চায়ের দোকানের সেই ছেলেটা ঠিক হাপিত্যেস করে বসে আছে এখনো !

টুকটুকি বললে কেন ? কেন ?

বুড়োর চোখে জল এলো একটু। কিন্তু টুকটুকিকে বুঝতে দেবে না বলে আকাশের দিকে চাইতে চাইতে বললে—গাধাটা খু-উব ভালবাসে আমাকে। কেন তোমাকে কি করে বলব···ও আমার এই বাঁকা লাঠি আর কাঁধের ঝোলা দেখলেই ফিক ফিক করে হাসে। তারপর একটা সেলাম ঠুকে পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে হেলতে দুলতে ধোপাবাবুর সঙ্গে মনের আনন্দে চলে যায়।

টুকটুকির ভারী মজা লাগল শুনে। হঠাৎ বললে, চায়ের দোকানের সেই ছেলেটা ?

—তার ত গরমের জামা নেই তোমার মতন ! ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে দিন রাত কাটায়। তারপর সকাল হলেই দোকানের সামনে বসে থাকে একটু রোদের জন্যে ! উনুনের ধারে বসে

দোকানের মালিক তখন আগুন পোহায় কিনা! তাই বেচারা আমার জন্যে উসখুস করে ভোর থেকে! আমি গিয়ে তার গায়েই বেশি করে রোদ ছড়িয়ে দিই আগে!

বলতে বলতে হাতের লাঠি ঠুকঠুক করে ঠুকতে ঠুকতে বুড়ো বেরিয়ে পড়ল বাগান থেকে। টুকটুকি দেখলে, বুড়োর মাথায় পাগড়িটা হলুদ রোদের বুটি বসানো ঝিকির-মিকির



আলোয় একেবারে ধোয়া। তার হাতের লাঠি···রুপোলী রোদের রং মাখানো যেমনি ঝকঝকে··· তেমনি তকতকে! শুধু কাঁধের ঝোলাটার সাত রং-এর সাতটা তালি! যেন রামধনুর টুকরোগুলো সোনার সুতোয় সেলাই-করা···মনে হয় ওটা বুড়োর অনেকদিনের শখের জিনিস।

বুড়োটা বাগান পেরিয়ে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বকুলতলার রাস্তায় যাবে কিনা যেই ভেবেছে অমনি হাঁক দিয়েছে টুকটুকি—ও রোদবুড়ো···রোদবুড়ো···আবার কবে আসবে? কবে?

আর কোথায় ছিল টুকটুকির বাপি, ছুটে এসে নীল রঙের মশারিটা তুলে বললে—কী বলছ? এইতো আমি···এই তো শীত লাগছে বুঝি?

টুকটুকি কিছু বুঝতে পারলে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ঘুম-ভাঙা চোখে বাইরে বেরিয়ে দেখলে চারদিকে শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। রোদের একটু দেখা নেই কোথাও।

তবু ও চেয়ে রইলো বাগানের দিকে।

অনেক পরে ওর মনে হলো···নিশ্চয়ই কোথাও ধোপাদের পাড়ায় আর ইস্টিশনের সেই চায়ের দোকানের সামনে রোদ উঠেছে এখন। ঝিকিরমিকির সোনার খুশিতে ধোয়া!



মিনুর মতো



দুপুর বেলা মিনুকে পাওয়া গেল না বারান্দায়। ছোটন এসে ঘুরে গেল একবার। ছোটপিসিও এলো। কিন্তু না, মিনুর পাত্তা নেই কোনো। হাতের লেখার খাতাটা খোলা পড়ে আছে এক পাশে। তার ওপরে ছোটকার দেওয়া সেই কলমটা। লিখতে লিখতে মিনু কোথায় গেল এখন ?

—ও মিনু, মিনু……

বারান্দা পেরিয়ে ছোটপিসি তরতর করে ছাদে উঠে গেল হঠাৎ। কিন্তু না, সেখানেও নেই মিনু। ছোটন মাকে গিয়ে লাগিয়ে দিল। মা বললেন, পুকুরে গিয়ে জল ঘাঁটছে কিনা দেখ তো।

ছোটন পুকুরে গেল। খিড়কির দোর খুললেই হাঁস চরা ছোট্ট পুকুর মিনুদের। সেখানে তিনটে হাঁস সাঁতার কাটছে দিব্যি। ছোটন মিনুকে খুঁজতে গিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল সাদা হাঁসটাকে। হাফইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করার পর থেকেই সাদা হাঁসটার ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ এখন ছোটনের। ছোটপিসিও ওকে বলেছে, সাদা হাঁসটাই হচ্ছে মা সরস্বতীর এক নম্বর বাহন।

মিনুর চেয়ে ছোটন দু' বছরের বড়। এক ক্লাস উঁচুতে ও পড়ে। কিন্তু সেই ছোটনই

শেষকালে পারলে না মিনুর সঙ্গে। মিনু অঙ্কে পাশ করে গেছে। ছোটন শুধু অঙ্কেই ফেল। একি আর কম লজ্জা!

ছোটন বারান্দায় ফিরতেই ছোটপিসি ছুটে এলো।

—পেয়েছিস ?

ছোটন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, পুকুর ঘাটে কেউ নেই।

মা এবার রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকলেন, এই মিনু মিনু—

এমন সময় দাদুর ঘর থেকেই মিনুর সাড়া পাওয়া গেল হঠাৎ। ছোটন পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে দেখলে, মিনুর কোলে ফুটফুটে বেড়াল ছানা মিউ মিউ করে কাঁদছে।

বেড়াল ছানাটাকে দেখেই গা-টা বিন বিন করে উঠল ছোটনের। ছুটে গিয়ে মাকে বললে, মা, মা, দেখবে চলো, মিনু কি করছে···

মা বললেন, বল না কি করছে ?

ছোটন বললে, আমি কিন্তু ওকে ছোঁব না বলে দিলুম।

ছোটপিসি এসে দাঁড়াল মাঝখানে। বললে, কি করছে মিনু ?

ছোটন হঠাৎ নাক-মুখ সিঁটকে বললে, কোত্থেকে একটা বেড়ালছানাকে ধরে এনে কোলে নিয়ে আদর করছে! কী বিচ্ছিরি গন্ধ বেড়ালটার গায়ে।

ছোটপিসিও চটে গেল ছোটনের সঙ্গে!

মা বললেন, কোত্থেকে আনলি ওটাকে ?

ছোটপিসির কাছে বকুনি খেয়ে চোখ দুটো ছল ছল করছিল মিনুর। তবু বললে, আমি আনতে যাব কেন, এ নিজেই এসেছে জানলা দিয়ে।

ছোটন বললে, শিগগির ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় ডুমুর তলায়।

মিনু বেড়ালছানাটাকে আলতো করে বুকের ওপর নিয়ে বললে, একটুও গন্ধ নেই এর গায়ে। মা বলুক।

মা আর কি বলবেন। ছোটপিসিও ধমকে উঠলেন তার আগে—হয়েছে। ওকে রেখে দাও জানলার ধারে। ওর মা হয়ত আসবে এক্ষুণি। তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না দুপুরবেলা। বুঝলে!

মিনু কি বুঝলো কে জানে। বেড়ালছানাটাকে জানলার ধারে ছেড়ে দিয়ে সুড় সুড় করে চলে গেল বারান্দায়।

দুপুরটা গেল। এক পাতা হাতের লেখা লিখতেও মন বসলো না মিনুর। দাদুর ঘরে বেড়ালছানাটা বোধহয় এখনো মিউ মিউ করছে। ওর মা কি এসেছে ওকে খুঁজতে ?. কে জানে!



ছোটপিসি ঘুমুচ্ছে এখন। অংক কষতে কষতে ছোটনটাও সরে পড়েছে এই সুযোগে। মা কোথায়, মা ?

মিনু পা টিপে টিপে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হল! মাকে দেখতে পেল না মিনু! ভালোই হয়েছে। এই সুযোগ। দাদুর ঘরে যেতেই বেড়ালছানাটা বোকার মতন আবার কেঁদে ফেললে মিনুকে দেখে! ওর মা নিশ্চয় আসে নি এখনো। এলে কি আর পেটটা পিঠের সঙ্গে মিশে যায় ?

আহারে। বড্ড খিদে পেয়েছে তাহলে! চুপ কর! চুপ কর। বেশি কাঁদিস নি। ছোটনটা তাহলে জানতে পারবে। ছোটপিসিকে তো বলবেই, মাকেও গিয়ে লাগিয়ে দেবে এক্ষুণি! বিকেলের চায়ের দুধ থেকে তোর জন্যে নিয়ে এসেছি, নে—খেয়ে নে।

মিনু নিজের মনেই বলে যায় এ-সব।

কিন্তু বেড়ালছানাটা বুঝতে পারে না কিচ্ছু। নিজে নিজে খেতেও পারে না। দুধ দেখে শুধু কাঁদে।

হঠাৎ মা এসে দাঁড়ায় মিনুর পেছনে। মিনু তখন ঝিনুক বাটি নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসেছে বেড়ালছানাটাকে কোলে করে।

মাকে দেখেও চমকে গেল না মিনু। ভয় পেল না। খুশি খুশি মুখে শুধু বললে, ওর যে মা আসে নি এখনো।

মিনুর দিকে চেয়ে খুশিতে চিকচিক করে উঠল মায়ের চোখ দুটো। মিনু দেখতে পেল, অনেক দিন বাদে মায়ের হাসি হাসি মুখখানা ঠিক যেন দুগ্গা ঠাকুরের মতন লাগছে।





চালচিত্তির



দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছিল
দুষ্টু মেয়ে তুতুল……
হঠাৎ ওকে ডাকল এসে
ছোট্ট কাঠের পুতুল।
কাঠ ঠক ঠক কাঠের পুতুল
খেলার ঘরে থাকে,
এমন সময় হঠাৎ কেন
তুতুলটাকে ডাকে।
ঘুমটা ভেঙে অবাক তুতুল
বুঝতে পারে না সে,



লক্ষ্মীসোনা কাঠের পুতুল
কোথায় তুমি চললে ?

পুতুল বললে ঃ

ঝরছে আলো ঝুর ঝুর
বাতাস নাচে ফুর ফুর···
এই ফাঁকেতে যাই চল না
ঘর পালিয়ে ঢের দূর···

তুতুল বললে ঃ

কিন্তু— কিন্তু—কিন্তু···
ঘরের থেকে পা বাড়িয়ে
যাই যদি ভাই যাই হারিয়ে
তখন আমায় মা বকবে
খুঁজবে এসে মিন্তু।
বড্ড আমার বাইরে যেতে
ইচ্ছে করছে কিন্তু॥

কাঠের পুতুল কইছে কথা
মিট্‌মিটিয়ে হাসে···
হঠাৎ দেখে, কোন ফাঁকে সে
বাইরে গেছে নেমে
বলছে ডেকে ঃ এসো তুতুল
বিষ্টি গেছে থেমে !

পুতুল বললে ঃ

ঐ দেখনা, পাতায় পাতায়
খুশির আলো ঝরছে···
সাত-সতেরো ভাবছ কেন
ইচ্ছে যদি করছে—
যাই চলনা বেড়িয়ে আসি
ফিরব আবার ঘরেই
একটুখানি পরেই···

এই না শুনেই তুতুল সোনার
যেই নেচেছে মনটা···
অমনি দেখে, নাচছে পাখি
সবুজ সবুজ বনটা।
পাতায় পাতায় নাচছে আলো—
নেই ঝুর ঝুর বিষ্টি···
নীল থৈ থৈ হাসছে আকাশ,
বাতাস নাচে মিষ্টি !
লাফিয়ে উঠে অমনি তুতুল
ছুট্টে এসে বললে ঃ

এই না শুনেই······
এদিক ওদিক
দেখলে খানিক ভাই,

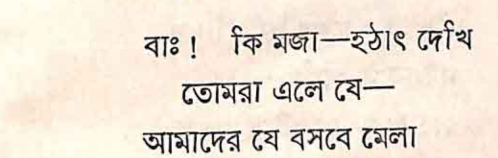
তারপরেতেই তুতুল সোনা
ছুটলো পাঁই পাঁই।
বাড়ি কোথায় রইল পড়ে
মাঠ পেরিয়ে শেষে,
হঠাৎ ওরা থামল দুজন
নদীর ধারে এসে।

নদী বললে ঃ

বাঃ! কি মজা—হঠাৎ দেখি
তোমরা এলে যে—
আমাদের যে বসবে মেলা
খবর দিলে কে ?

পুতুল বললে ঃ

খবর টবর কে দেবে আর
এমনি এলুম এমনি ··
এসেই দেখি হাসছ তুমি
আগের মতই তেমনি।



এই না শুনে ছোট্ট নদী
মুচকি হেসে দিলে,
তুতুলটাকে ঢেউ দিয়ে সে
একটু ছুঁয়ে নিলে।

তারপরেতেই গান ধরলে ঃ
খুল খুল খুল খুল···



বিষ্টি গেছে আর কেনরে
ওঠ্ ফুটে কাশ ফুল।
···হঠাৎ···
কাশ ফুলেরা উঠল ফুটে
নদীর ধারে ধারে
অমনি তুতুল লাফিয়ে উঠে
বললে, বাঃ! কি মজা, বারে!

পুতুল বললে ঃ

এই মেয়েটা
বন্ধু আমার
খেলাঘরের মিতে···
তাই এসেছি
সবার সঙ্গে
ভাব করিয়ে দিতে!

তুতুল বললে ঃ

ওযে আমার খেলা ঘরের
মিষ্টি কাঠের পুতুল,



মিন্তু আমার ছোট্ট ভাই···
আমার নাম তুতুল।

এই না শুনেই
হাসল নদী
কাশ ফুলেরা সবাই···

বললে ঃ সত্যি !
কি মজা আজ
দে দুলিয়ে দে ভাই !
এমনি সময় শোনা গেল
হঠাৎ অনেক দূরে···
গানের সুরে সুরে —
কে যেন কে দিচ্ছে খবর
কোথাও একটি দুটি···
ছুটি—ছুটি—ছুটি !
চুপটি করে শুনছে নদী
তুতুল-পুতুল চুপ,
কাশের বনে রোদ নাচছে
তখনও টুপ টুপ !

চুপটি ছিল নদীর ধারের
মাঠটা এতক্ষণ···
নীলচে নিশান উড়িয়ে দিলে
যেই না সবুজ বন—
···অমনি···

মাঠ বললে ঃ

নীল আকাশের চিঠি নিয়ে
নীলকণ্ঠ পাখি···
সবুজ বনে পৌঁছে গেছে
বুঝতে পারছ না কি !

নদী বললে ঃ

কেমন করে বুঝলে তুমি
বল না ভাই মাঠ ··
হাসব আমি নাচব আমি
বসবে খুশির হাট।

মাঠ বললে ঃ

ঐ দেখ না সবুজ বনের
মাথায় নিশান নীল······
উড়ছে কেমন ফুর ফুর ফুর
করছে ঝিলি মিল !
ঐ দেখ না আকাশ বাতাস
ভরিয়ে খুশির গানে—
নীল পাখিটা পাখনা মেলে
আসছে এদিক পানে !
বলতে বলতে নীল পাখিটা এল···
অমনি সবাই খুশির খবর পেল।

পাখি বললে ঃ
বলব কত মজার খবর
খুশির খবর আর ··
খেলতে যে আজ নামবে আকাশ
সবুজ বনের ধার !
দুধের বরণ মেঘ আসবে
তারাও খেলার জুটি······
ছুটি-ছুটি-ছুটি—

বলতে বলতে উড়ল পাখি
সবুজ বনের কাছে···
মাঠ-নদী আর কাশ ফুলেরা
যাবার জন্যে নাচে !
পুতুল অমনি উঠল বলে ঃ
আমরা দুজন যাব—
তুতুল বললে ঃ ঠিক বলেছ
আর কি সুযোগ পাব !
······তারপর···
আকাশটা যেই মাঠকে ছুঁয়ে
হাসল ঝিলি মিল···
অমনি সবাই অবাক হল
যা দেখে তাই নীল !

তুতুল বললে ঃ
আকাশ তুমি মিষ্টি আকাশ
বড্ড তুমি ভালো !
তুমি এলে খেলতে মাঠে
তাইতো এত আলো !

পুতুল বললে ঃ
বলতে হবে আজ···
হঠাৎ তুমি
পরলে কেন
নীল কাজলের সাজ !

মাঠ বললে ঃ
ছুটির দিনের সাজ পরেছে
তাইতো এতো বাহার···
আকাশ তো নয়, ও যেন ঠিক
নীল কাজলের পাহাড় !

মাঠ বললে ঃ
আমার জলে
তোমার যখন
মিষ্টি ছায়া পড়ে—
তখন আমার
ঢেউ গুলো যে
খুশিতে গান করে !

সবুজ বন বললে ঃ
সবুজ সবুজ বনটা আমি
কি যে জবড় জং—
তবু আকাশ দাও তুমি রোজ
আমায় কত রং !



সেই খুশিতেই বাঁচি আমি
সেই সুখেতেই থাকি ··
তোমার গানে ভরিয়ে রাখে
কত যে সব পাখি।

তুতুল বললে ঃ

তোমায় সবচে
ভালো লাগে
বলব আমি কখন
রামধনুটা
এঁকে আবার
দাও মুছে সব যখন।
তখন—তখন—তখন
এবার আকাশ মুচকি হেসে
দেখলে সবার দিকে···
অমনি আলোর ফুলগুলো সব
ফুটল যে চৌদিকে!
······তারপর······



আকাশ বললে ঃ

আমি আকাশ, বন্ধু সবার
মানি কিন্তু মানি···

তোমরা সবাই আছো বলেই
ছুটির খবর জানি।
ছুটির খবর খুশির খবর
শিউলিতলায় পাই,
শুকতারাটি জেবলে আমি
ফুল কুড়োতে যাই!

এমনি সময়
কোথায় যেন
ঢাকে পড়ল কাঠি···
অমনি নড়ে
উঠল মাঠের
বুকের কাদা-মাটি।

মাটি বললে ঃ

তাইরে নাইরে তাই রে নারে নাই—
আমি যাচ্ছি আটচালাতে
কি মজা আজ ভাই!

এবার হব সিংহ-অসুর
কেমন গনেশ ঠাকুর ··
ঝাঁই কুড়াকুড়-তাক কুড়াকুড়—
ঝাঁউর গিজা ঝাঁকুড়।
ঢাকের বাদ্যি যেই শুনেছে
অমনি তুতুল তার···
পুতুল ফেলে ছুট দিল সে
শুনবে কথা কার!
ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে তুতুল
একা—একা একা···
হঠাৎ একটা কোলাব্যাঙের
সঙ্গে হলো দেখা।



ছোট্ট ছাতা মাথায় নিয়ে
দিব্যি কোলা ব্যাঙ—

তুতুলটাকে দেখেই বললে ঃ
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ।

তুতুল শুনে
হেসে ফেললে
মুচকে…
ব্যাঙটা অমনি
মুখটা একটু
কুঁচকে।

বললে তখন ঃ

হাসছ কেন, ভাবছ তুমি
গান জানি না নাকি ?
জানি—জানি, ভালোই জানি
কিন্তু কটা ঢাকি…
হঠাৎ দেখি কোত্থেকে সব
আটচালাতে এসে,
এমন জোরে ঢাক পিটছে
ডোবার থেকে শেষে…
যাচ্ছি সরে অন্য কোথাও
অন্য কোন গ্রামে—
নেই যেখানে ঢাক গুড় গুড়
শুধুই ঢাকের নামে।
এই না শুনেই
যেন না তুতুল
যাচ্ছে গুটি গুটি…
অমনি যেন
কে বললে
ছুটি-ছুটি-ছুটি—
পিছন ফিরে দেখলে তুতুল
একটা ছাগলছানা—
হাসতে হাসতে নাচছে কেমন
তাতিন তি না তা না !

ছাগলছানা বললে ঃ
অমন করে
যাচ্ছ কোথায়





দাঁড়িয়ে দেখ খানিক···
ঘাসের ডগায়
জ্বলছে কেমন
হাজার হাজার মানিক
···অমনি
তুতুল দেখলে ঘাসে ঘাসে
কি যেন সব জ্বলে—
মুঠোয় ক'রে তুলতে যেতেই
তারা সবাই বলে ঃ
আমরা সবাই শিশির ফোঁটা···
টুপ টুপা টুপ শিশির ফোঁটা—
দিই ভিজিয়ে ফুলের বোঁটা
রোদ উঠলে হারাই···
ছুটির খবর আনে যারা
আমরা জেনো তারাই !

ঘাসের ডগায় শিশির দেখে—
চোখে খুশির কাজল একে···

যেইনা তুতুল ছুটতে ছুটতে
শিউলি তলায় এল···
অমনি যেন মিষ্টি হাওয়ায়
ফুলের গন্ধ পেল !

শিউলি বললে ঃ

তুতুল তুতুল রাগ কোরো না
একটু পিছু ডাকি···
আমার ডালে কিসের খবর
বলতে পারো নাকি ?

তুতুল বললে ঃ

আটচালাতে মাটি পড়েছে···
ঢাকি এসেছে—ঢাকি ।

শিউলি বললে ঃ

বড্ড তুমি বোকা···
আমার ডালে এই যে থোকা থোকা
দেখছ কুঁড়ি দুধের বরণ,
হাসছে মিঠি মিঠি···
এসব কিন্তু ফুলের সাজে
শুধুই ছুটির চিঠি !

শিউলি গাছের
কথা শুনেই
তুতুল মজায় নাচে···
নাচতে নাচতে
যেই না যাবে
আটচালার কাছে—

বেড়ার ধারে
কোথায় ছিল
অপরাজিতার ফুল
সে ডাকলে
মুচকি হেসে,
দুল্‌লে দোদুলদুল্‌ ।

অপরাজিতা বললে ঃ

কিসের ছুটি—কিসের খুশি
কেউ কি জানে তাহা······
আটচালাতে চালচিত্তির
কি সুন্দর আহা !

তুতুল বললে ঃ

তাইতো আমি—তাই···
আটচালাতে যাচ্ছি এখন
অপরাজিতা ভাই !
এমন সময় এল একটা
বাউল বুড়ো—তার···
কাঁধে ঝুলি, পাগড়ি মাথায়
নেই কোনো বাহার ।

বাউল বুড়ো বললে ঃ

আকাশ কেন নীল হল আজ
বাতাস কেন খুশি···
নাড়ুর গন্ধে এ ঘর ও ঘর
ঘুরছে কেন পুষি ?
মনে হচ্ছে দিঘীর পথ
জাগছে এবার যেন···
বলতে পারো কেন ?

তুতুল এবার কি বলবে
ভাবছে মনে তাই ··



হঠাৎ বুড়ো উঠল নেচে
তাইরে নারে নাই !

বাউল বুড়ো বললে ঃ

সোনার মেয়ে
আসছে আমার
ঘর আলো মা গৌরী···
মিষ্টি ছাঁচি
পান রেখেছি
পানের ভেতর মৌরী !

বলতে বলতে একতারাটি
বাজিয়ে গেল বুড়ো···
ঝরছে তখন পাতায় পাতায়
মিষ্টি রোদের গুঁড়ো ।



আটচালাতে
আঁকনবুড়ো
নাম সনাতন মিত্তির···
একপাশে সে
আপন মনে
আঁকছিল চালচিত্তির !

তুতুল বললে ঃ আঁকনবুড়ো শোনো—
কেউ দিয়েছে তোমার কাছে
ছুটির খবর কোনো ?
সবুর কর—বলছি তোমায়···
মনে পড়ছে আরো,—
কিসের ছুটি, কদিন ছুটি
বলতে তুমি পারো ?

তুতুল তুতুল ছোট্ট তুতুল
অমনি নেচে উঠল···
নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে
আটচালাতে ছুটল।

আঁকনবুড়ো বললে ঃ

এইতে দিলুম এঁকে···
কিসের ছুটি নাও বুঝে নাও
চালচিত্তির দেখে !
তবু তুতুল বোকার মতন
এদিক উদিক দেখে,
যাচ্ছে যখন বাড়ির দিকে
আটচালাটা থেকে···
বিপদ ঘটল তখন ··
একটা সিংহ সামনে এসে
দাঁড়িয়ে পড়ল যখন !

আটচালাতে ঢাকি ছিল···
ঢাকটা তুলে কাঁধে নিল—
তারপরেতে কাঠি দিল,
ঝাঁউরগিজা ঘিনতা···

ঢাকি বললে ঃ

আর কি আছে চিন্তা···
নাচনা সবাই বাজনা বাজাই
তাধিন্ ধিনা ধিন্‌তা !



সিংহ বললে ঃ

বোকার মতন যাকে তাকে
জিগেস্ কর যা-তা—
পারো নাকি দেখতে আগে
ক্যালেণ্ডারের পাতা !
দুর্গা পুজোর ছুটি এটা···
তাওতো আছে লেখা,
এইটুকু কি এত দিনেও
হয়নি তোমার শেখা ?

তুতুল তখন
জড়ো সড়ো
ভয়ের চোটে ভাই···
বোকার মতন
হাঁ করে সে
দাঁড়িয়ে রইল তাই।

সিংহ বললে ঃ

কি ভাবছো
হাঁ করে—
মা দুর্গার বাহন আমি
দেখবে কেমন
ধাঁ করে···
কামড়ে দেব—
ছিঁচ কাঁদুনে
কাঁদবে তখন
মা-করে।

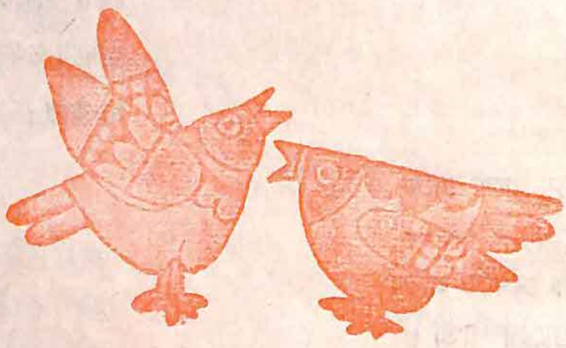


এই না বলেই সিংহটা সেই
যেই করেছে হাঁ…
অমনি তুতুল কাঁদতে গিয়েই
সামনে দেখে মা !…
বলছে ওকে ঃ ওঠ্‌না তুতুল,
বিছনা তুলব না ?

কাশের বনে রোদ ঝুরঝুর
শালুকঝিলে ঢেউ
স্থলপদ্মের কিসের হাসি
জানে কি আজ কেউ ?

বাইরে তখন অথৈ খুশি
ঘাসের বনে সোনা—
উঠোনটাতে শিউলিফুলের
আহা ! কি আলপনা !

দুর্গা তলায় ঢাক বাজছে
দিচ্ছে কাঁসি তাল ।
মিনতু এসে বললে—দিদি,
সপ্তমী যে কাল ॥



মিনির জন্যে



মিনিকে ছোটপিসি কোনদিনই ভাল চোখে দেখত না।

বাড়িতে একমাত্র চারবছরের ছোট্ট বুবুন আর বুবুনের বাপির কাছে ছাড়া তার আর কারো কাছে তেমন আদর যত্নও মিনি পেত না। তবু কেউ এমন করে কোনদিন বাড়ি ছাড়া করবার জন্যে মিনির পেছনে লাগেনি। বাপি প্রথম প্রথম সব শুনে কাউকে কিছু বলতেন না। চুপ করে থাকতেন। উল্টে অফিসের তাড়াহুড়োয় খেতে বসেও মিনিকে খুঁজতেন। মিনি না আসা পর্যন্ত বসে থাকতেন মাছ-ভাত মুঠোয় নিয়ে। শেষকালে মামনির রাগারাগি, ছোটপিসির চেঁচামেচিতে বুবুন দেখল বাপির মনটাও যেন কেমন শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ বাপিও কিনা একদিন মিনিকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা যায় কিনা ভাবতে বসলেন।

মিনিকে নিয়ে একটু খেলতে দেখলে যে বাপি খুব মজা পেতেন হঠাৎ বুবুনের সেই বাপিও যেন কেমন বদলে গেলেন! আসলে নেতোর মা আর ছোটপিসিও মিনির ওপর দিনরাত খিটখিট করে করেই এই অবস্থা করে তুলল বাড়িতে। তার ওপর পাশের বাড়ির মুনমুনের অসুখ হতেই নেতোর মা এসে বাপিকে শুনিয়ে মামনিকে বললে, কি সব্বোনাশের কথা মা, ঐটুকুন মেয়ের কিনা শেষকালে বেড়াল রোগ হল।

বেড়াল রোগ আবার কি? বুবুন জানে না। নেতোর মাও ভাল বলতে পারে না। তবে শুনেছে বেড়ালরাই নাকি ঐ রোগ আনে। মুনমুনদের পুষিকেও বিদেয় হতে হয়েছে বাড়ি থেকে! ছোটপিসি এইটুকুন শুনেই তখন থেকে উঠে পড়ে লেগেছিল মিনির পিছনে। আর তারপরেই বাপি একদিন অপিস থেকে ফিরে রেললাইনের ওপারে ছেড়ে দিয়ে এলেন মিনিকে।

সেদিন বাড়ি ছিল না বুবুন। মামনির সঙ্গে একদিনের জন্যে মামা বাড়ি গিয়েছিল বেড়াতে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই যখন মিনিকে দেখলে না তখন ভারি রাগ হল ছোট পিসির ওপর। বুবুন আর কক্ষনো কথা বলবে না। ছোটপিসির সঙ্গেও আড়ি করে দেবে বুবুন। কিন্তু সেসব কিছু হল না সে সময়। বুবুনকে দেখেই কোলে নিয়ে অনেক আদর করলে ছোটপিসি। তারপর বললে, মিনিটা খুউব দুষ্টু ত। তাই সে গেছে যাক্‌গে। তোমাকে একটা টিয়াপাখি কিনে দেব এবার। দেখে নিও! বুবুন তখন কাকাতুয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাপি হঠাৎ বুবুনকে কোলে নিয়ে বললেন, কালকেই তোমাকে একটা তুলোর মিনি বেড়াল এনে দেব। তুমি তাকে নিয়ে খেলা করবে। কেমন?

বুবুন তখন কিছু বললে না।

কিন্তু পরের দিন তুলোর একটা মিনি বেড়াল বাপি ওর হাতে এনে দিতেই ওর কেমন পছন্দ হল না তেমন!

তবু খেলবার জন্যে কত চেষ্টা করলে। কিন্তু খেলা তার জমতেই চাইল না কিছুতে। তখন চোখ ডবডবিয়ে জল এল বুবুনের। মামনি দেখতে পেয়ে বললে, বুবুন সোনা—কি হয়েছে তোমার শুনি?

বুবুন বললে, এই মিনি আমার চাই না···

মা একটু মুচকি হেসে বললে, কেন? এইত বেশ লক্ষ্মী একটা মিনি। কেমন লাফায় না, ঝাঁপায় না···তোমাকে আঁচড়েও দেয় না···দিব্যি কেমন চেয়ে আছে পিট পিট করে।

বুবুন একটা হাতে তুলোর বেড়ালের কান ধরে একটা হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, না না। এই মিনিটা খুব দুষ্টু। একে ছেড়ে দিয়ে সেই মিনিটাকে আগে এনে দাও···

বুবুন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেই বাপি এক বকা দিলেন রাগ করে!

বাপির ভয়ে তখন একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল বুবুন।

কিন্তু পরদিন থেকে বুবুন যেন কেমন মন মরা হয়ে ঘুরতে লাগল বাড়িতে। চোখ পড়তেই বাপি আদর করে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, কাঠের ঘোড়া নেবে, না বল নেবে? বলো তাহলে, অপিস থেকে ফেরার সময় কিনে আনব তোমার জন্যে! বলো ত বুবুনমনি, কি চাই তোমার?



বুবুন তেমনি চুপ করে রইল। একটা কথাও বললে না।

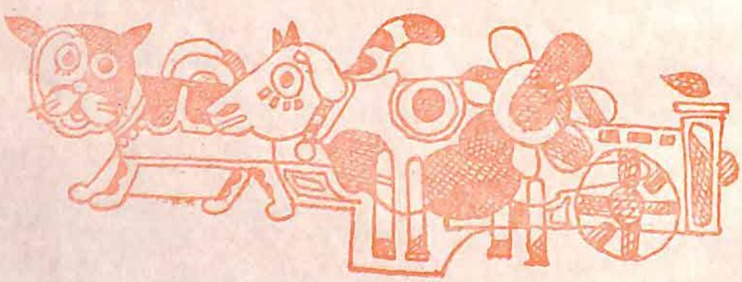
পরে একদিন বাপির চোখেই পড়ে গেল। বারান্দায় বসে বসে তুলোর বেড়ালটার কান দুটো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বুবুন তাকে হুকুম করছে, যা বলছি আমাদের বাড়ি থেকে। শিগগীর যা রেললাইনের ওপারে! আমার মিনিকে পাঠিয়ে না দিলে তোর ল্যাজ কেটে দেব এবার দেখিস! বলেই তুলোর বেড়ালটার পিঠে এক চড় বসিয়ে দিলে বুবুন।

তারপর···

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা অপিস থেকে ফিরে বুবুনের বাবা দেখলেন খুব একচোট হৈ চৈ বাড়িতে। মিনি যেন কেমন করে রাস্তা চিনে চিনে ঠিক ফিরে এসেছে বাড়িতে। নেতোর মা আবার তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসবে বলে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আর বুবুন এদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে—না। মিনি যাবে না। মিনি যাবে না। ও আমার কাছে থাকবে। কিচ্ছু হবে না আমার। ছোটপিসি, মামনি সব্বাই দুষ্টুমনি বাড়িতে···

কিন্তু না। বাপি এসেই ধমকে দিলেন আচ্ছা করে। ছোটপিসি কিছু বলতে আসবার আগেই বাপি বললেন, ও যখন ফিরেই এসেছে···তখন থাক্।

বুবুন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে ওর বাপিকে। সত্যি! বুবুনের বাপিটা খুউব ভাল। বড্ড ভাল।



বাঘের বন্ধু

বাঘ ত বাঘ।

মস্ত একটা বাঘ।

তার আবার গরগরিয়ে যখন তখন সবার ওপর রাগ।

কেন? রাগ কেন?

বারে! রাগ হবে না! সে এখন রাজা হয়েছে না? রাজার একটু রাগ না হলে চলে?

কিন্তু…

বনের পাখিরা সবাই বললে, রাজার অত রাগলে চলে না।

খরগোসরা বললে, ঠিক বলেছ।

কাঠবেড়ালী বললে, এই যে ভালুক দাদার কথাই ভাবো। নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। রাগ দেখেছ কখনো? আহা, যেন মাটির ভালুক!

শেষকালে শেয়াল থেকে হরিণ, বনের খটাস থেকে ফড়িং সবাই একমত হল। বললে, একে বাঘ, তার ওপর ঐ রাগ! সবাই একটু সামলে-সুমলে চলবে এখন থেকে। কেমন?

সে আর বলতে!

বাঘ বলে কথা। জেনে শুনে কে আর ছায়া মাড়াতে চায় তার।

তাই দেখতে দেখতে গোটা বনটা যেন কেমন হয়ে গেল। রাজা বাঘ আর সাজা দেবার কাউকে খুঁজে পেলে না একদিন।

গরগর করে রেগে উঠল।

কাগের সঙ্গে বাঘের একটু ভাব-সাব ছিল অনেকদিনের। কোথ্‌থেকে সেদিন হঠাৎ সে এল।

রাগের মাথায় বাঘ বললে, আজ তোমার সাজা।

কাগ বললে, বটে!

বাঘ বললে, কাল থেকে কাউকে পাইনি, তোমাকেই খাব।

কাগ হুস্‌ করে উড়ে একটা গাছের মগডালে গিয়ে বসল।

বাঘ বললে, আমি গাছে উঠতে জানি।

কাগ বললে, ওঠো দেখি!

সত্যি সত্যি বাঘ গাছে উঠে পড়ল! কিন্তু কাগকে ধরবে কি করে। ও যে মগডালে বসে!

রাগে তখন বাঘের মাথার কোনো ঠিক নেই। ঝপাং করে লাফ দিয়ে উঠেও গেল মগডালে! কিন্তু উঠবে কি, ডাল-পালা ভেঙে মড় মড় করে বাঘ একেবারে চিৎপটাং হয়ে পড়ল।

তারপর ?

তারপর আর কি! বাঘের যেমনি কান্না, কাগের তেমনি হাসি!

ভাগ্যিস্, সেই সময় শহর থেকে নাচ দেখিয়ে বাসায় ফিরছিল ভালুকবুড়ো! বাঘের কান্না শুনে ছুটে এলে ঃ টিপে টিপে দেখে বললে, না, পা ভাঙেনি। তবে চোট লেগেছে বৈকি।

বলেই একটু ধুলোপড়া আর ফুঁক-ফাঁক দিয়ে তুক-তাক করে চলে গেল।

বাঘও আবার উঠে দাঁড়াল!

কিন্তু সেই রাগ ?

তাইত! হঠাৎ সেই রাগটা কোথায় পড়ে গেল কে জানে!

বাঘ যেন একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে গেল। কিন্তু তবু কেউ বিশ্বাস করলে না। সবাই বললে, থামো, বাঘ বলে কথা! সে কখনো বেড়াল হয় ?

তাহলে ?

এবার কি হবে ? বাঘ এখন কি করবে ?

তাইত! সে এখন কি করবে না করবে কিচ্ছু ভেবেই পেলে না।

তাই একদিন একটা পুঁচকে বাবুই পাখি গাছের ডালে দোল খেতে খেতে বললে, হালুম দাদা যে! অমন করে ভাবছ কি ?

বাঘ একটু ঘাড় তুলে বাবুইয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমি এখন তোদের রাজা মশাই! বুঝলি ?

বাবুই বললে, ইস্! তাইত, বটেইত! মনেই ছিল না তুমি আমাদের রাজা মশাই। কিন্তু তোমার মুকুট কোথা ?

বাঘ অমনি কান দুটো খাড়া করে চোখ পাকিয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছিস ?

বাবুই আবার ফুরুক্ফুড়ু করে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ পাচ্ছি বৈকি! কিন্তু সিংহাসন ?

বাঘ তাড়াতাড়ি একটা মাথা কাটা গাছের গুঁড়িতে পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে বললে, আমার সবই আছে!

বাবুই বললে, কিন্তু সেইটি নেই!

বাঘ বললে, কোনটি ?

বাবুই এবার আমতা আমতা করে বললে, ভালুক বুড়োর আছে। নাচ দেখে হাততালি দেয়। পায়ের ঘুঙুর দেয়। কত কি খাবার দেয়।

বাঘ ঢোঁক গিলে বললে, আর ?

—আর হাতি দাদারও আছে। পিঠে চেপে বেড়ায়। আবার ছবিও আঁকে!



—সে কেমন ?

—সে ভারী মজার ! বাবুই ওর ঠোঁটটা একটু ডানায় মুছে নিয়ে বললে, এই ধরো, তুমি আমাকে দিব্যি এঁকে ফেললে রং দিয়ে। তখন তোমার ছবি দেখে তোমারই যা মজা হবে না, সে আর কি বলব !

শুনে-টুনে বাঘের এবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অমনি ছুটল ভালুকবুড়োর বাসায়।

ভালুক বুড়ো বললে, কি খবর ভায়া ? আছ কেমন ?

বাঘ বললে, আছি ত ভাল ! কিন্তু……

—কিন্তু কি ?

—আমার চায় সেইটি।

বুড়ো ভালুক হাঁ হয়ে গেল। বললে, কোনটি ?

—বাবুই যে বলছিল……বাঘের মুখটা একটু হাসি হাসি হল। বললে, নাচ দেখে হাততালি দেয়, পায়ের ঘুঙুর দেয়, আবার তোমাকে কত কি খেতেও দেয়।

– ও হো হো, তাই বলো ! এবার একগাল হেসে ফেললো ভালুকবুড়ো। তারপর বললে, সে ত সব খোকা-খুকু। আমার নাচ দেখে তারা ত আমাকে পয়সাও দেয়।

– খোকা-খুকু !

নাম শুনেই ত বাঘের জিব দিয়ে জল পড়তে লাগল। গোল গোল হয়ে উঠল চোখ দুটো। শুধু একটা লাফ দিয়ে হালুম করে বললে, না, না, তুমি কিচ্ছু জাননা। আমি চাইছি সেইটি—সে-ই-টি—

বলতে বলতে হাতিদাদার কাছে ছুটল।

হাতিদাদাও বললে, কোনটি।

বাঘ বললে, বাবুই যে বলছিল, তোমার পিঠে চেপে বেড়ায়, আদর করে আবার তোমার ছবিও আঁকে কেমন !

হাতি দাদা বললে, ওহো, তাই বলো !

বলেই একটু শুঁড় দুলিয়ে দাঁত বার করে হেসে বললে, সে ত আমার বন্ধু। খুবই ছোট ছোট, খুবই মিষ্টি !

বাঘ অমনি তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ঐ বন্ধু। ঐটি আমার নেই।

হাতিদাদা বললে, তাহলে ?

বাঘ বললে, আমার বন্ধু চাই। বন্ধু। খুব ছোট ছোট। খুউব মিষ্টি। ঠিক তোমার যেমন আছে।

হাতিদাদা দেখলে খুব মুস্কিল হল এবার। বাঘের আবার কেউ বন্ধু হতে চায় ? বোকা

বাঘ কোথাকার ! বন্ধু চাইলেই কি আর বন্ধু পাওয়া যায় নাকি ? আরে, বন্ধু কি আর বনের ফল, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে !

কিন্তু বাঘ কি আর এসব বোঝে ?

সে হুটোপাটি জুড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে ।

বললে, এখ্খুনি আমার বন্ধু চাই হাতিদাদা ।

এখ্খুনি···

হাতিদাদা বললে, তাহলে বন পেরিয়ে নদীর ধারে যাও। তারপর নদী পেরিয়ে যাও শহরে। কেমন ?

বাঘ বললে, কেন ?

হাতিদাদা বললে, তুমি দেখছি মিথ্যেই রাজা হয়েছ ! বনের মধ্যে থাক, এটুকু জানো না, এই বন-বাদাড়ে কখনো তোমার মতন এতবড় বাঘের বন্ধু পাওয়া যায় ?

বাঘ এবার ঠিক বুঝে গেল ?

বললে, তাইত ! ঠিকইত ! আমার নাম বাঘ ! বনে কখনো বাঘের বন্ধু মেলে ?

বলতে বলতেই ছুটল নদীর ধারে ।

নদীতে নৌকো নিয়ে মাছ ধরছিল জেলেরা !

বাঘ দেখে নৌকো আর জাল ফেলে তারা পালাল ।

বাঘ অমনি একলাই একটা খালি নৌকোয় চেপে নদী পেরিয়ে পড়ল ।

সামনে পড়ল ইস্টিশন্ ।

বাপরে ! ইস্টিশনে কি হৈ-চৈ কাণ্ড !

বাঘ দেখেই গার্ড হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে ।

কিন্তু বাঘ কি আর অত বোকা ! শহরে যাবার হদিস কি আর বাঘ জানে না ভেবেছ ।

উঁহু ! ঠিক জানে ! তাই বাঘকে আর কিছু বলতেই হল না। একলাফে গাড়ির মাথায় উঠে বসল ! গাড়ির লোকজন দরজা-জানলা বন্ধ করে হাঁউ-মাউ করতে লাগল ভয়ে ।

অমনি টেলিফোন বাজতে লাগল ইস্টিশনে ইস্টিশনে ।

—হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ। গার্ডবাবুর হুইসেল হাত থেকে পড়ে গেছে ।

তিনিও এখন ভয়ে কাঁপছেন। হ্যালো, হ্যাঁ, ।

গাড়ি মাঝখানে কোথাও থামছে না ।

সোজা শেয়ালদা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ, লালবাজার। গাড়ির ছাদে বসে বাঘ যাচ্ছে। মস্ত একটা বাঘ। হ্যাঁ ল্যাজটা এখনো গার্ডবাবুর দরজার সামনে ঝুলছে ।

এমনি করে টেলিফোনে খবর ছুটতে লাগল ঘন ঘন। শেয়ালদা থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে হাতিবাগান। তারপর বাগবাজার পেরিয়ে বেলগেছে ।

সেখানে এক গেরস্থ বাড়িতে থাকত বাঘের মাসি। অনেকদিন সে তার বোনপোকে দেখেনি তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ল ম্যাও ম্যাও করে!

কিন্তু শেয়ালদার কাছে যাবে কি, বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যত রাজ্যের সেপাই।

বাঘ দেখলেই মারবে।

কিন্তু বাঘের মাসি বেড়াল। তাকে ধরবে কেন? মাছ ভাজা চুরির দায়ে ধরবে বলছ? হ্যাঁ, তা ও ধরতে পারে! তাই ভাল করে মুখ-টুখ মুছে এগুতে গেল। একটা নাদুস-নুদুস পুলিশ কুকুর এমন করে তেড়ে এল যে মাসির আর যাওয়াই হল না বোনপোর কাছে।

ওদিকে ইস্টিশনে গাড়ি আসতেই মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল বাঘের।

তড়াক করে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামবে কি, বাপরে! যেদিকে চায় সেদিকেই শুধু বন্দুক আর বন্দুক?

তাহলে?

বাঘ এখন কি করবে?

নির্ঘাৎ এবার বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবে?

ইস! বন্ধু খুঁজতে বন ছেড়ে কখনো কেউ শহরে আসে! বোকা বাঘের বুকে যেমনি কাঁপুনি, ভয়ে তেমনি গলা শুকিয়ে কাঠ!

হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ঐত বাঘ মাস্টার এসে গেছেন। বাঘমাস্টার—

বাঘ দেখলে, এইরে! সেরেছে! শহরে আবার বাঘের মাস্টারও আছে তাহলে? পড়তে বলবে নাকি?

ইস্! যদি পড়তে বলে?

বাঘ ত পড়তে জানে না! কি করবে তাহলে?

কান ধরে ওঠ বস্ করবে না কি!

এমা! বনের বাবুই পাখি থেকে কাঠবেড়ালী, খরগোস, ওরা শুনলে কি বলবে!

যাই বলুক, মাস্টারের হাতে গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কান ধরে ওঠ-বস খাওয়া অনেক ভাল!

কিন্তু না। সেপাই আর বন্দুকের ভিড় সরিয়ে বাঘমাস্টার একহাতে একটা ছড়ি আর এক হাতে ফাঁস দেওয়া একটা বড় দড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাঘের মুখোমুখি।

তারপর বাঘের মতন ঘড়ঘড়ে গম্ভীর গলায় ছড়ি উঁচিয়ে বললেন,…রেডি…এক লাফে নামার জন্যে তৈরি হও।

বাঘ বোকার মতন ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রেডি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর বাঘমাস্টার বললেন, ওয়ান…টু…থ্রি

অমনি বাঘ এক লাফ দিলে গাড়ির ছাদ থেকে। আর একলাফেই নীচে এসে পড়ল। পড়তে না পড়তেই সেপাইরা বন্দুক তাক করে দাঁড়াল।

কিন্তু বাঘ মাস্টারটা ভারি ভালো মানুষ !

সে ত হবেই, ভালো মানুষ না হলে বাঘেদের মাস্টার হতে পারে কেউ !

সত্যি সত্যিই এবার জল এসে গেল বাঘের চোখে। তবু কাঁদতে পারলে না।

বাঘ মাস্টার বললেন, বাবু দেখছি খুব লক্ষ্মী ! নাও, সুড় সুড় করে এবার খাঁচার গাড়িতে ওঠো দেখি। বলেই গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে টান দিলেন একটু।

সামনেই খাঁচার গাড়ি বাঘের জন্যে দাঁড়িয়েছিল সকাল থেকে। বাঘ উঠে পড়তেই গাড়ি ছেড়ে দিলে গড় গড় করে।

সবাই বললে, সাবাস বাঘমাস্টার ! সাবাস !

কিন্তু শোনো, খবরটা হয়ত বনের কেউ জানে না।

হাতিদাদা, কি ভালুকবুড়োও না।

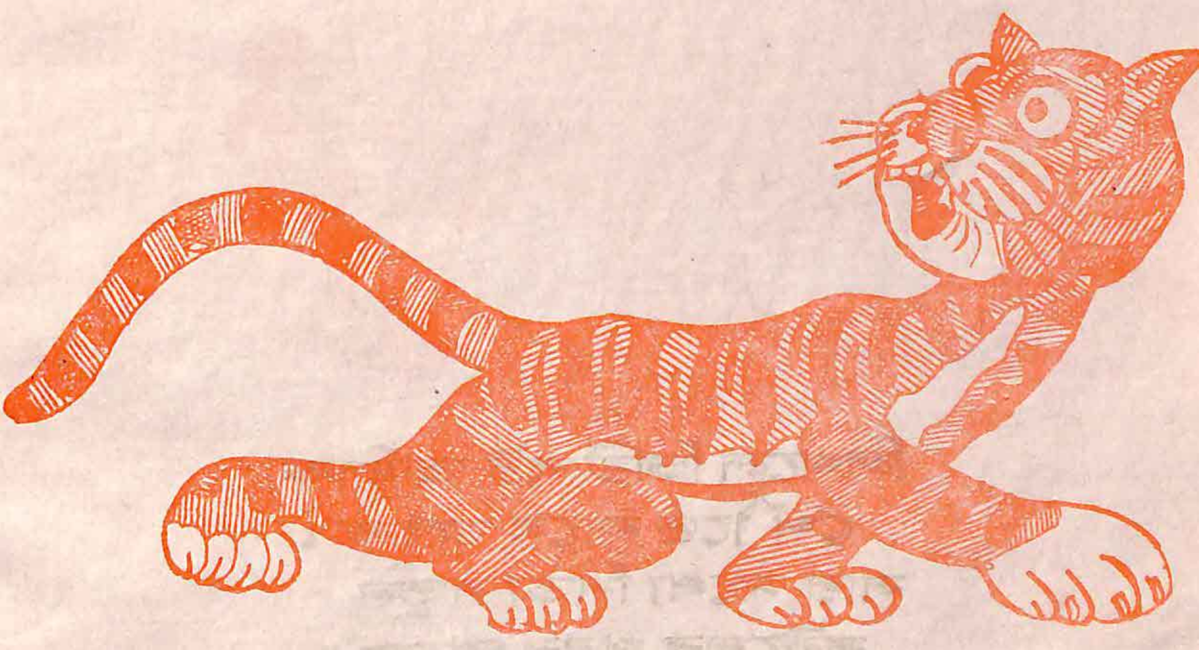
বাঘটা এখন সত্যি সত্যিই পেয়ে গেছে একটা বন্ধু।

যেমনি ছোট্ট। তেমনি মিষ্টি।

কখনো তোমরা যদি কেউ গ্রেট হৈ-চৈ সার্কাস দেখতে যাও, তাহাল দেখবে সেই মেয়েটাকে। তার নাম টিংকি।

হ্যাঁ। দিব্যি এখন বাঘটার সঙ্গে কত রকম মজার খেলা দেখাচ্ছে সে।

আর সেই বাঘটাও তার ছোট্ট বন্ধুকে পেয়ে যে কি খুশি হয়েছে সে আর কি বলব !



এমনি আরো বই রয়েছে
মজার এবং খুশির,
বই রয়েছে হালুম বাঘের,
মিঁ অাঁও মিনি পুষির।



লিখলে চিঠি বই-তালিকা
পৌঁছে যাবে ডাকে।
যার মধ্যে নিত্য নতুন
বইয়ের খবর থাকে॥

আমাদের জনপ্রিয় শি

প্রফুল্ল রায়
পাগল মামার চার ছেলে ১২ ০০
সেনাপতি নিরুদ্দেশ ১০ ০০
তিন মূর্তির কীর্তি ১২ ০০

কেনেথ্ অ্যাণ্ডারসন
ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক ১৫ ০০

নরমান কার
কাফুর সিংহ ১০ ০০
(ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জুলভের্নের গল্প ১০ ০০
পৃথিবী কী করে বাঁচলো ১০ ০০
জেকব দুই দুই আর ফণাধর
দন্ত পাটি মুখোমুখি ৬ ০০
মিডনাইট (র‍্যান্‌ডলফ স্টো) ১০ ০০
ঘন্টা বাজে দূরে ২০ ০০
(হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের জীবনী)

শ্রাবন্তী ঘোষ
চিকি আর নদী ৬ ০০

লীলা মজুমদার
কিশোর বিচিত্রা ২০ ০০
লীলা মজুমদারের ছোটদের
সমগ্র নাটক ২০ ০০

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন ৬ ০০

সুবোধকুমার দাশগুপ্ত
চৌধুরী বাড়ির চৌহদ্দি ১২ ০০

গিরিধারী কুণ্ডু
দুষ্টু টুসটুসি ৮ ০০
বুলাই ৬ ০০

মানসী বড়ুয়া
সাগর পারের রূপকথা ১২ ০০
(বি-বি-সি দে'জ-এর যৌথ উদ্যোগে)

শৈলেন ঘোষ
হো-বুড়োর খুদে বন্ধু ১০ ০০
পিরামিডের দেশে ১০ ০০

রনাল্ড সেগাল
টোকোলোশ ১০ ০০
অনুঃ সুবীর রায়চৌধুরী

আনন্দ বাগচী
ভূতরহস্য ১০ ০০

কিন্নর রায়
আলেকজাণ্ডারের বর্ষা ৮ ০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
কর্পূরের মতো ৮ ০০

পরিচয় গুপ্ত
দৈত্য যখন ভয়ঙ্কর ৩০ ০০
ভৌতিক শিকার কাহিনী ৭ ০০
আষাঢ়ে ভূতের গল্প ১৫ ০০
ভূত যখন পুত ৫ ০০
মানুষ যখন ভয়ঙ্কর ৭ ০০
মরণের মুখোমুখি ৭ ০০
ছায়ামূর্তি ৬ ০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ১০ ০০
কলকাতার প্রথম ১২ ০০
ওদের চোখে মোদের ভারত ১২ ০০
হাসতে হাসতে খুন ১২ ০০
শৈবাল চক্রবর্তী
পথিক রাজপুত্র ১০ ০০

কার্তিক ঘোষ
পাতার বাঁশি ৫ ০০

ডাঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সম্পাদিত
বনফুল কিশোর সমগ্র (১ম) ৩২ ০০
(২য়) ৩০ ০০

সুবীর রায়চৌধুরী
মেলা থেকে ঝামেলা ৭ ০০
গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা ৭ ০০

ছোটদের আরো বড় বই

দারুণ দারুণ গল্প-ছড়া-ছবিতে ছেপে হৈ হৈ করে বেরিয়েছে

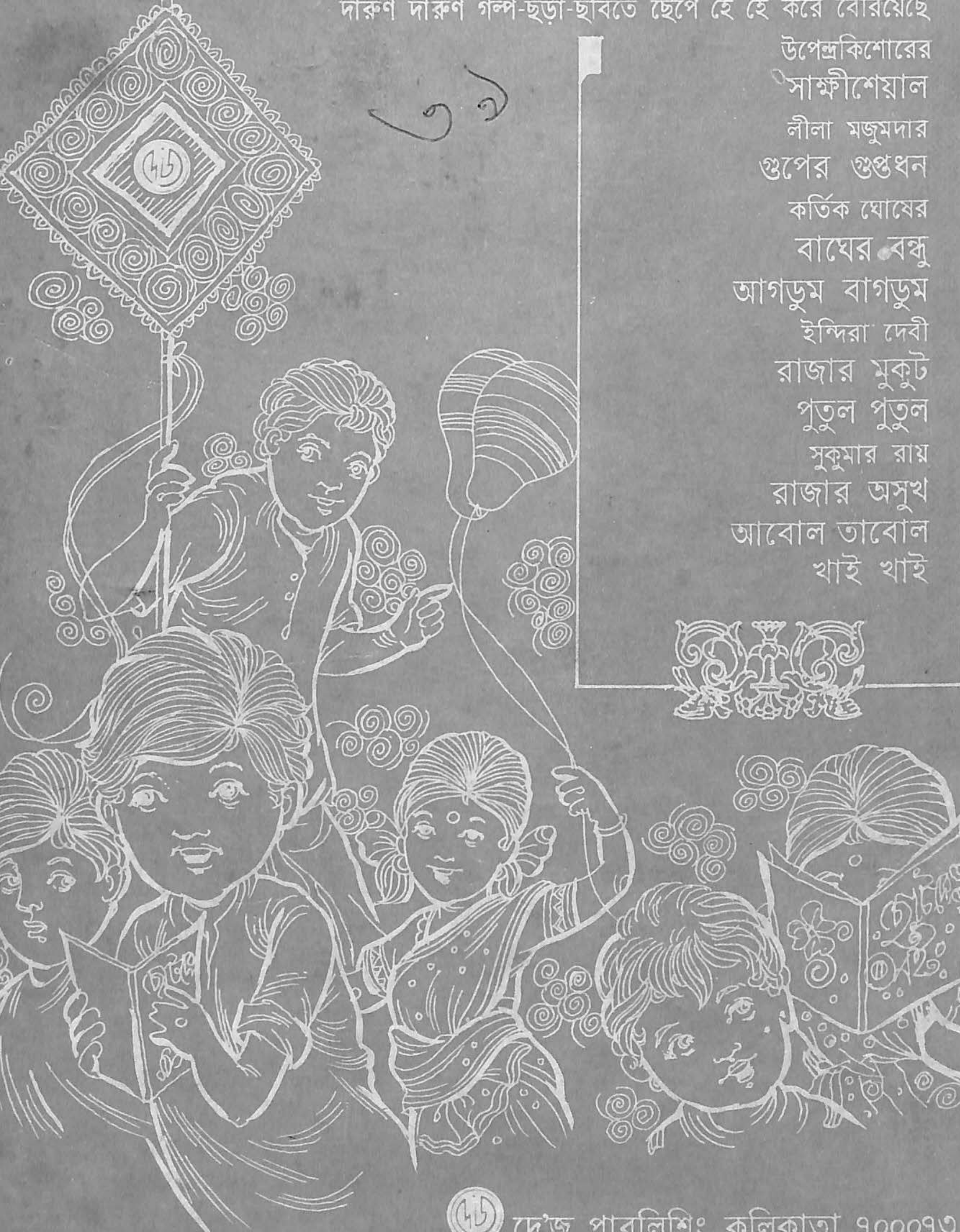
উপেন্দ্রকিশোরের
সাক্ষীশেয়াল

লীলা মজুমদার
গুপের গুপ্তধন

কর্তিক ঘোষের
বাঘের বন্ধু
আগডুম বাগডুম

ইন্দিরা দেবী
রাজার মুকুট
পুতুল পুতুল

সুকুমার রায়
রাজার অসুখ
আবোল তাবোল
খাই খাই



দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা ৭০০০৭৩